১০,৩২৩-এর চাকরি বাঁচানোর পথ

সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে অনেক সময় আদালতের রায়ের পর আইন প্রণেতাদের দরজায় করাঘাত করতে হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে চাকরিচ্যুতদের চাকরি বাঁচাতে গেলে বিধানসভার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ আছে বলে আমার মনে হয় না। লিখেছেন — বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) এ বি পাল

৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ১০,৩২৩জন শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আদালতের রায়ে। ত্রিপুরার ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। আইনি লড়াই শেষ। এখন চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়ানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে একটা দরখাস্ত পেশ করা হলো। দরখাস্ত গৃহীত হলে চাকরিচ্যুতদের জীবনে যে বিপর্যয় অপেক্ষা করছে তা হয়তো এক বছরের জন্য ঠেকানো যাবে। তারপর আসবে হতাশা, আর্থিক সঙ্কট, পারিবারিক অশান্তি, বেকারত্বের জ্বালা। বয়স পেরিয়ে যাওয়ায় অনেকেই নতুন করে কোথাও চাকরির অযোগ্য হয়ে পড়বেন। ১০,৩২৩জনের পরিবারের ৪০/৫০ হাজার লোক ভয়ানক বিপন্ন হবেন, সামাজিক স্থিতি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপরদিকে বহু স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষকশূন্য বা স্বল্প শিক্ষকের কারণে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার দায় আদালতের নয়, সরকারের। আদালত রায় দিয়েছেন সংবিধান ও আইনের ভিত্তিতে। আইনি ন্যায়বিচার করেছেন। এই বিচারে কোন খুঁত নাই, রায়ে কোন ত্রুটি নাই, তবু সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য বিকল্প পথের সন্ধান করতে হবে সরকারকেই।

সাংবিধানিক দায়

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে "WE THE PEOPLE of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens.

Justice, social, economic and political, ..."

Social Justice অর্থাৎ সামাজিক ন্যায় বিচার হলো রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য Legal justice হলো অন্যতম উপায়। সামাজিক ন্যায় বিচারের পরিসর তাই অনেক বড়। যখন আদালতের রায়ে আইনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হলেও সামাজিক ন্যায় বিচার নাগালের বাইরে থেকে যায় তখন সংবিধান সম্মতভাবে আইন প্রণয়ন করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ।

সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে অনেক সময় আদালতের রায়ের পর আইন প্রণেতাদের দরজায় করাঘাত করতে হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে চাকরিচ্যুতদের চাকরি বাঁচাতে গেলে বিধানসভার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ আছে বলে আমার মনে হয় না।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের যোগ্যতা

প্রথমে স্নাতক স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের সম্পর্কে আলোচনা করি। হাইকোর্টের ২১৮ পৃষ্ঠার রায়ে এই শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি বা অযোগ্য বলে তাদের চাকরি যায়নি। চাকরি যাওয়ার প্রধান বা একমাত্র কারণ ত্রুটিপূর্ণ ও বেআইনি চাকরি নীতি। যাতে মেরিট বা সিনিয়রিটি নির্ধারণের কোনও প্রকার গাইডলাইন দেওয়া হয়নি। অঞ্চল ভিত্তিক অগ্রাধিকার সংখ্যালঘুদের জন্য অগ্রাধিকার, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য অগ্রাধিকার এইসব অসাংবিধানিক বিধানের দ্বারা প্রকারান্তরে বেআইনি সংরক্ষণের কারণে এই নিয়োগনীতি বাতিল হয়েছে এবং ফলত নিরপরাধ শিক্ষকের চাকরি গেছে যদিও এই নীতি সম্পর্কে তারা কিছুই জানত না এবং হাইকোর্টের রায়ে উল্লেখ আছে যে, এই নীতি কখনো প্রকাশই হয়নি। যদিও সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন না থাকার কারণে সিলেকশন কমিটিগুলো অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ভোগ করেছেন এবং এই কারণে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিদের অনেকেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। কিন্তু সিলেকশন কমিটি বা তাদের সদস্যদের মামলায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রার্থনা আদালত নাকচ করেছেন।

রায়ের ১৪০ পৃষ্ঠার ৪৪ নং প্যারার সিদ্ধান্ত হলো —

It is not necessary to make the members of the interview board partis especially when no malafide have been pleaded against them."— প্রকৃতপক্ষে ম্যালাফাইড নিয়ে কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত রায়ের কোথাও আমি দেখতে পাইনি।

যদিও এ কথা সত্যি যে তাদের চেয়েও যোগ্যতর ব্যক্তিদের অনেকেই বাদ পড়েছেন এবং চাকরি পাননি, চাকরিচ্যুত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সকলেই কিন্তু শিক্ষক পদের জন্য যোগ্য ছিলেন এবং এতে দ্বিতম থাকতে পারে না।

এখন দেখা যাক যোগ্যতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আইনে কী আছে। স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের নিয়োগনীতি সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের Proviso দ্বারা অর্পিত আইনে রাজ্য সরকার তৈরি করেছেন। এই রুলসে শিক্ষককে স্নাতক হতে হবে মাধ্যমিক স্তরের জন্য এবং স্নাতকোত্তর হতে হবে উচ্চতর মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণি) স্তরের জন্য। এই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই শিক্ষক পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন, প্রশিক্ষণ যোগ্যতা বিএড থাকা বাধ্যতামূলক ছিল না।

এরপর এনসিটিইএ/৯৩ কেন্দ্রীয় আইন পাস হলো। এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তৈরি হলো NCTE (Determination of minimum qualification for recruitment of teachers in schools) Regulation 2001. এই রেগুলেশন এর সিডিউল অনুযায়ী সেকেন্ডারি/ হাইস্কুলের শিক্ষকের জন্য academic qualification graduate এবং training qualification BED থাকতে হবে। হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে স্নাতকোত্তর এবং প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা থাকতে হবে বিএড। এই আইনের ৪ নং ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধারাটি একবার দেখে নেয়া যেতে পারে—

"The existing recruitment rules may be modified within a period of three years so as to bring them in conformity with the qualification prescribed in the schedule. Mean while, teachers appointed as per the existing recruitment qualification subsequent to the issue of this regulation will be required to acquire qualification as prescribed in the schedule."

'Existing recruitment rules' হলো শিক্ষকদের জন্য স্টেট রিক্রুটমেন্ট রুলস যেখানে বিএড বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু এই ধারার নির্দেশ হলো তিন বছরের মধ্যে বর্তমান আইন সংশোধন করতে হবে যাতে তা এসিটিই আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যদি সংশোধন না করে (এবং করা হয়নি) তখন কী হবে? এই ধারাতেই বলা হয়েছে যদি বর্তমান যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ করা হয় এই আইনের পরও, সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিডিউলে বর্ণিত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এর জন্য কোন সময়সীমার উল্লেখ এই ধারায় নেই। অবশ্য ৫নং ধারায় রাজ্য সরকার রেগুলেশন এর যে কোনও ধারার শিথিলতা চাইতে পারেন কাউন্সিলের কাছে।

যদি শিথিল করা না যায় বা বিএড অর্জন করা না যায় তখন কী হবে এই আইনে বলা হয়নি, অন্তত চাকরি চলে যাওয়ার কোন বিধান এই আইনে বা শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এও নাই। তাছাড়া এই আইন আসার আগেই স্নাতক, স্নাতকোত্তর পদের শিক্ষকদের বাছাই পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এর পরবর্তী আইন এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

এই আলোচনা সংশ্লিষ্ট রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন না হলেও আইন প্রণয়নের যথেষ্ট যৌক্তিকতা দেখানোর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ validation Act করার কারণগুলো দেখাতে হবে 'objectiond reasons' এ যা validation Bill এর সাথে জুড়ে দিতে হবে।

চাকরিচ্যুত অস্নাতক শিক্ষকদের যোগ্যতা ঃ

প্রাইমারি স্কুল বা জুনিয়র বেসিক স্কুল এর শিক্ষক নিয়োগের জন্য রিক্রুটমেন্টস রুলস তৈরি হয় ০৭.১০.১৯৭০ তারিখে। সেই অনুযায়ী শিক্ষকের যোগ্যতা থাকতে হবে trained matriculate or hiegher secondary or pre university. Untrained matriculate ও fixed pay তে নিয়োগ করা যাবে। কিন্তু NCTE (determination of minimum qualification for recruitment of teachers in school Regulation 2001 অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে দুই বছরের বিটি। নির্দেশ ছিল ১৯৭০ এর আরআর সংশোধন করে রেগুলেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনা। শেষ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল ১৯৯৬ সনে। তারপর দীর্ঘ ১৭ বছর কোন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি।

২০১৩ সালের শেষ ভাগে চাকরিচ্যুত প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস তাদের চাকরি validation Act দ্বারা বাঁচানো যাবে না। কিন্তু যারা উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছেন তাদের চাকরি প্রশিক্ষণ না থাকলেও এই আইনে রক্ষা করা যাবে। হাইকোর্টের রায়ের ৯৫ প্যারায় বলছে— '95 as far as primary school teachers are concerned, as per the guidelines issued in 2001, the educational eligibility in senior secondary school certificate or intermediate, ie 12th pass with diploma or Bachelor of Elementary Education. The state were given three years time to amend the rules to bring them in accord with the directions given by NCTE. Therefore, the Madhyamik pass candidates are not eligible for these posts. Even if benefit of three years in given to the states, all posts which relate to the period 2004 onwards will have to be filled in from candidates whose minimum qualifications in senior secondary, ie 12th pass."

হাইকোর্টের রায়ের এই অংশ থেকে পরিষ্কার যে, চাকরিচ্যুতদের মধ্যে যারা মাধ্যমিক পাস তারা প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য অযোগ্য, সুতরাং অযোগ্য ব্যক্তিদের validation Act দ্বারা যোগ্য করা যাবে না এবং তাদের চাকরি বাঁচানো সম্ভব হবে না। অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই যোগ্য হবে, প্রশিক্ষণ যোগ্যতা পরে অর্জন করলেও চলবে। এই রায়ের ৯৬ প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে শিথিলতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত — "The union of India while granting relaxation to the state of Tripura had made is clear that there could be no relaxation in academic qualification."

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার ধারণা হতে পারে যে চাকরিচ্যুতদের মধ্যে যারা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে যারা দ্বাদশমান পাস তাদের সকলের চাকরি Validation Act দ্বারা বাঁচানো সম্ভব কারণ তারা (১) শিক্ষাগতভাবে যোগ্য। (২) উপরোক্ত কেন্দ্রীয় আইন বা রেগুলেশনে চাকরি হারানোর কোন বিধান নাই (৩) নিয়োগ প্রক্রিয়ার ত্রুটির জন্য নিয়োগ নীতি বাতিল হওয়ায় তাদের চাকরি গেছে, যে নীতির জন্য তারা দায়ী নয়। (৪) প্রতি শিক্ষকের পরিবারে ৪/৫জন লোক থাকলে প্রায় ৪০/৫০ হাজার লোকের জীবন বিপন্ন হবে (৫) বিজ্ঞান শিক্ষকদের মামলায় [WP(C) No 251 of 2012, judgement delivered on 09.06.2017 by Tripura High Court] সরকার আবেদনকারীদের দাবি মেনে নেওয়ায় সব বিজ্ঞান শিক্ষকরা সম অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও তাদের চাকরি বেঁচে গেছে, (৬) অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি বাদ গেলেও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগে কোন ম্যালাফাইড অ্যাকশন ছিল না।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

সংবিধানের সপ্তম তপশিলের যুগ্ম তালিকায় "Education" ১৫নং এন্ট্রিতে স্থান পেয়েছে, Art 246(2) অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই 'শিক্ষা' নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে সংঘাত পরিহার করেই রাজ্য আইন করবে।

Validation Act কোনভাবেই কেন্দ্রীয় কোন আইনের সাথে repugnant হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অনেক বছর আগে জেলা জজদের চাকরি চলে গিয়েছিল বাছাই প্রক্রিয়ার ত্রুটির জন্য, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। আইন করেই তাদের চাকরি বাঁচানো হয়েছিল। অতি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমার মধ্যে প্রয়োগ সম্ভব নয় বলে The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance এবং পরে আইন এনে সেই সময়সীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন অনেক উদাহরণ আছে। এ ধরনের Lagislation এ defacto doctrine এবং settled things should not be unsettled এই নীতিগুলো কাজ করে।

কী করণীয় ঃ

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যা করা যেতে পারে —

(১) বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে বা অর্ডিন্যান্স করে চাকরিচ্যুতদের মধ্যে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তাদের চাকরিকে validate করা। এতে অবশ্যই মাধ্যমিক পাস শিক্ষকরা থাকবে না।

(২) হাইকোর্টের রায়ের ১০৪ নং প্যারার মন্তব্য হলো আবেদনকারীদের মধ্যে অনেকে চাকরিচ্যুতদের চেয়েও যোগ্যতর। হাইকোর্টের রায়ের পুরোটাই সুপ্রিম কোর্ট বহাল করেছেন। সুতরাং এইসব আবেদনকারীদের দেরি না করে চাকরি দেওয়া।

(৩) যাদের চাকরি validate করা যাবে না তাদের জন্য "Retrenched teachers reemployment Scheme" তৈরি করা।

সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থেই এই ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন। এখন আর কিছুই হারানোর নাই। তাই ভিন্নমত থাকলেও এই শেষ উপায় টুকু গ্রহণ করতে দ্বিধা করা ঠিক হবে না। নান্য পন্থা অয়নায় বিদ্যতে। (লেখক গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি)।